২১-০৬-২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা উভয়েরই মত বিশেষ বিখ্যাত , তোমাকে উভয়ের মতে চলে নিজের কল্যাণ করতে হবে "

প্রশ্ন :- নম্বরওয়ান ট্রাস্টী কে আর কিভাবে ?

উত্তর :- নম্বরওয়ান ট্রাস্টী হলেন শিববাবা , কারণ তিনি হন আসক্তি বিহীন । ভক্তিমার্গেও তুমি ওঁনার অর্থে যা কিছু দান পুন্য করেছো , সেসব সুরক্ষিত থাকে , সেসবের ফল দ্বিতীয় জন্মে প্রাপ্ত হয় । এখনও যারা বাবার অর্থে নিজস্ব সবকিছু ইনশিওর অর্থাৎ বীমা করে , তাদের পুরো রিটার্ন বাবা দেন কারণ বাবা বলেন আমি নিজে তো কখনোও সুখ ভোগ করি না । আমি তোমার নিয়ে কি করবো !

গীত --: তোমার দ্বারে এসেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে (দর পর আয়ে হ্যাঁ কসম লে কে)....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনলো । যারা বাবার হয় , তাদেরই বাবার বাচ্চা বলা হয় । শ্রীমত গাওয়া আছে । শ্রীমত ভগবানুবাচ । গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু হলেন শিববাবা । ওঁনার পরে ব্রহ্মা তারপরে কৃষ্ণ । শ্রীমত কৃষ্ণের বলা হবে না । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর হলেন আমাদের বাবা শিববাবা । পতিত পাবন কৃষ্ণ অথবা রাধে এদের বলা যাবে না । তারা হলেন দৈবী গুণধারী মানুষ । মানুষদের পতিত পাবন বলা হবে না । সত্যযুগে এমন বলা হবে না যে পতিত পাবন আসুন । পতিতদের পাবন করার নিমিত্ত হলেন বাবা । যাঁর শ্রীমতে তুমি চলছো । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মত হলো বিখ্যাত আর শ্রীমতও হলো বিখ্যাত , কিন্তু তার মধ্যে বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে ভুল করে । সব ধর্মীয়দের এক বাবাই হন । কৃষ্ণকে তো সকলে মানবে না । ক্রিশ্চানরা ক্রাইস্টকে ফাদার মানে , না কি কৃষ্ণকে কারণ ক্রিশ্চান হলো ক্রাইস্টের মুখ বংশাবলী । শিববাবা এসে তোমাকে নিজের করেন । বলেন নিজের মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করে বাবার হয়েছো । তাই ওঁনার নির্দেশ মেনে চলতে হবে । তোমায় বাবাকে মত দেওয়ার দরকার থাকে না কারন তিনি নিজেই হন মতদাতা । এরা তো সকলে হল তাঁরই সন্তান । শিববাবা হলেন নামীগ্রামী । তিনি যা মত দেবেন , যা কিছু করবেন , সব ঠিক । এই ব্রহ্মাকেও মত দিয়ে থাকি যে এই করো । তোমাদের সম্বন্ধ শিববাবার সাথে হয় । সেইকারনে কারোর অবগুণ দেখবে না । শ্রীমতে চলতে হবে । শিববাবা হলেন নিরাকার । ওঁনার নিজের তো কোনো ঘর হয় না । তুমি এখানে পুরোনো ঘরে থাকো তারপর স্বর্গে গিয়ে আপন ঘরে থাকবে । শিববাবা বলেন আমি তো থাকবো না । আমি তো এই সময়ে অল্প সময়ের জন্য এসে থাকি ।

তুমি হলে সত্যিকারের রুহানী সেলভেশন আর্মী । সূপ্রীম আত্মা বাবা হুবহু ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতন নির্দেশ দিচ্ছেন । কল্পে কল্পে যা নির্দেশ দিয়েছেন , সেগুলি আবার দিচ্ছেন । রাত দিন গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন । নতুন কেউই এসব বুঝতে পারবে না । যদিও অনেকে ৩৫-৪০ বর্ষ ধরে আছে কিন্তু অনেকে আছে যারা এই রকম গম্ভীর কথাগুলিকে বোঝে না । বাবা তো রোজ নতূন কিছু শেখাতে থাকেন । করাচী থেকে মুরলী বেরিয়ে এসেছে । প্রথমে বাবা মুরলী চালাতেন না । রাতে দুটোর সময় উঠে দশ-পনেরো পাতা লিখতেন । বাবা লিখতেন তারপর

তাদের পেজ বেরোত । ভক্তিমার্গে যেমন শাস্ত্র ইত্যাদি কাগজ সামলে রাখা হয় । দিন প্রতিদিন বড় বড় বই তৈরী করা হচ্ছে , কত বায়োগ্রাফী তৈরী হচ্ছে । সেইসব আবার পাঠ করে রেখে দেওয়া হয় । তুমি তো মুরলী পাঠ করে ফেলে দাও , নয় তো এই রূপান্তরগুলো সদাকালের জন্য রাখা দরকার । কিন্তু না , জানে এইসব বিনাশ হওয়ার আছে , চিত্র ইত্যাদি যেসব তুমি অল্প সময়ের জন্য তৈরী করেছো , সেসব তো চাপা পড়ে যাবে , তারপর সেখানে না শাস্ত্র , না চিত্র ইত্যাদি কিছুই থাকবে না । তারপর এইসব যা কিছু চলছে , কল্প পরেও আবার হবে । শাস্ত্র ইত্যাদি আবার দ্বাপর থেকে প্রারম্ভ হবে । গ্রন্থও পূর্বে হাত দ্বারা লেখা আর অনেক ছোটো হত । এখন বড় তৈরী করা হয় , দিন প্রতিদিন বড় তৈরী করা হবে , নয়তো শিববাবার জীবন কাহিনী কতবার লেখা দরকার । এখন তোমরা বাচ্চারা বলো যে পরমপিতা পরমাত্মার জীবনকাহিনী আমরা জানি । বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি ভক্তিমার্গে কি করি ! ভক্তিমার্গেও ইনশিওরেন্স (সুরক্ষা কবচ) করে থাকি । ঈশ্বর অর্থ মানুষরা দানপুন্য করে , তাই না । বলা হয় তারা ঈশ্বর অর্থে দান পুন্য করেছে । ঈশ্বর বড় ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়ে পাঠিয়েছেন । ভক্তিমার্গে ধর্মাত্মা অনেক হয় । ঈশ্বর অর্থে , শ্রীকৃষ্ণের অর্থে দান পুন্য করে থাকে । তাই বাবা আবার বোঝাচ্ছেন যে আমি বাচ্চাদের দ্বিতীয় জন্মের জন্য ফল দিয়ে এসেছি । ভালো বা মন্দ ফল তো পাওয়া যায় , তাই না । কত ইনশিওরেন্স হয়েছে । যে যেরকম কার্য্য করে , সেই অনুসারে ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে । মায়া উল্টো কাজ করতে থাকে , যার দরুন তুমি দুঃখ প্রাপ্ত করো । এবার আমি তোমায় এমন কর্ম শেখাই , যা কখনো দুঃখ দেবে না , আর মায়াও সেখানে আসবে না । বাকী হলো পদ (মর্তবা) , যে যতো ইনশিওর করে । শিববাবা তো হলেন নম্বরওয়ান ট্রাস্টী , তাই না । অন্য দিকে আসক্তি গেলে, অনেক ট্রাস্টী তো অনেকের খাবারও নষ্ট করে দেয় । বাবা দেখো কেমন ট্রাস্টী হন , বলেন এই সব কিছূ বাচ্চাদের জন্য আছে । তোমার সারা সম্বন্ধ শিববাবার সাথে আছে । বাবা বলেন আমি হলাম সত্যিকারের ট্রাস্টী । আমি নিজে কখনোও সুখ ভোগ করি না । বাচ্চাদেরকে সারা রাজধানী দিয়ে থাকি । লৌকিক বাবাও বাচ্চাদেরকে সবকিছু অধিকারে দিয়ে যায় । আমি তো স্বর্গে কিছুই প্রাপ্ত করি না । তোমাকেই সবকিছু দিয়ে যাই কারন তোমার সারা সম্বন্ধ শিববাবার সাথে হয় । এখানে ব্রহ্মাবাবাও বলেন যে আমিও ফুল ইনশিওর করে নিয়েছি । তন মন ধন সবকিছু বাবার সার্ভিসে । সিন্ধীতে একটি প্রবাদ আছে যে হাত যার এমন দাতা রূপে প্রথম খুলবে সেই পৌঁছোবে । বাবার কাছে সবকিছু ইনশিওর করতে হবে । দুই মুঠ চাল দিলে তো মহল প্রাপ্ত হয় । এখন দেখো বাড়ী তৈরী হয়েছে , কেউ এক টাকা পাঠিয়েছে , আমাদেরও ইট লেগে যাক । বাবা লিখেছেন তোমার তো সবচেয়ে ভালো মহল প্রাপ্ত হবে কারণ তুমি হলে গরীব । আমি হলামই গরীব নিবাজ । গরীবের এক টাকা তো সাহুকারের দশ হাজার । উভয়েই একই পদ প্রাপ্ত করে । সাহুকার অনেক মুশকিলেই আসে । সবচেয়ে কন্যারা তো একদম ফ্রী হয় । নম্বরওয়ান দেখো মাম্মা গেলেন । ওনার কাছে তো কিছুই ছিল না । গরীব ঘরের কন্যা ছিল তারপরও নম্বরওয়ান হয়ে গেলেন । সবকিছু দিয়েছে তারপরও প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ । কত আশ্চর্যজনক খেলা , তাই না ! তাই কখনো কোনো কথায় সংশয় হওয়া উচিত নয় । বাপদাদা উভয়েই কম থোড়াই । একটুও সংশয় এখানে থাকা উচিত নয় । অনেক মিষ্টিও পরিনত হতে হবে । কদমে কদমে শ্রীমত প্রাপ্ত করতে হবে । নইলে মায়া অনেক নুকশান করে দেয় । বাচ্চাদের কত ডায়রেক্শন দিতে হয়। বাবা বলেন পুরো খবর লেখো । বাবা সকল প্রকার দ্বারা সামলাবেন । বাবার অনেক খেয়াল থাকে। কোথায় এই বাচ্চা উপরে উঠুক , পড়াশোনায় পুরো মনোযোগ দরকার । আমরা হলাম মোস্ট বিলাভড গড ফাদারলী স্টুডেন্ট । ভগবানুবাচও লিখিত আছে কিন্তু কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে ।

কৃষ্ণও সব মানুষের মতন উচ্চ থেকে উচ্চ হয় । প্রথম রাজকুমার হয় । কৃষ্ণের নাম দিয়েছে , নারায়নের কেন নয় ! কৃষ্ণ হলো বালক , শৈশবে বালক হয় সতোপ্রধান । তারপর শৈশব থেকে যুবাবস্থা , তারপর আবার আসে বৃদ্ধাবস্থা । বাচ্চাদেরই মহিমা করা হয় কারণ তারা পবিত্র হয় , তাই না ! বালকরা ব্রকষ্জ্ঞানী সম হয় । বাচ্চাদের দ্বারা কোনো পাপ হয় না । তাই কৃষ্ণ ছোটো বাচ্চা হওয়ার দরুন তার জন্মদিন পালিত করা হয় । তারপরে কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখানো হয়েছে । এই সব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । তোমরা ব্রাহ্মণ দুনিয়া ছাড়া আর কেউই এমন হবে না , যারা এইসব জানবে । ব্রাহ্মণ হলো উত্তম । তোমরা ব্রাহ্মণ হলে ঈশ্বরীয় সন্তান । সত্যযুগে ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হবে না । ঈশ্বর দ্বারা অবশ্যই স্বর্গের প্রাপ্তি হবে । এই হলো তোমার অতি দূর্লভ অমূল্য জীবন । সবার তো হবে না । এই ড্রামা এরকম তৈরী করা হয়েছে । কল্প পূর্বে যারা এই পাঠ পড়েছে , তারাই আবার পড়ছে । ভগবান অবশ্যই ভগবান ভগবতী জন্ম গ্রহণ করিয়েছেন । কিন্তু তাদের ভগবান ভগবতী বলা যাবে না । গড ইজ ওয়ান (ভগবান হন এক) । নিরাকারের মহিমা আছে কিন্তু সাকারের কোনো মহিমা হয় না । এই লক্ষ্মী নারায়নকে নিরাকার ভগবান তৈরী করেছেন । এখন তারা রাজযোগ শিখছে । রাজত্ব স্থাপন যখন হয়েছিল তখন সেইসময় বিনাশও হয়েছিল । বাবা অবশ্যই স্বর্গের অধিকার দেবেন । এখন তো হলো সঙ্গমের কথা । যখন শিববাবা আসেন , তখন খেলা পুরো হয় । তারপর কৃষ্ণের জন্ম হয় । মানুষ তো বেচারা কনফিউজড হয়ে গেছে । তাই তো বাবা এসে বোঝাচ্ছেন । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রক্ষা দ্বারা সব শাস্ত্রের সার বলছেন। এখন তুমি যেমন মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো । আত্মারই মহিমা হয় । জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর ব্লিসফুল (সুখদ) এই সব হয় বাবার মহিমা । বাবা বলেন যে এই ভারত তো হয় সবচেয়ে বড় তীর্থস্থল । কিন্তু কৃষ্ণের নাম দেওয়ার কারনে সারা মহিমা হারিয়ে ফেলা হয়েছে । নইলে তো সকলে শিবের মন্দিরে ফুল দিত , কারন সকলের সদ্গতি দাতা এক বাবাই হন । অর্দ্ধকল্প তুমি প্রালব্ধ ভোগ করে নীচে নেমেছো কারন সকলকে তমোপ্রধান হতেই হয় । এবার বাবা বলেন যে তোমাদের বাচ্চাদের জন্য নতূন দুনিয়া স্থাপিত করছি । সেই দুনিয়ায় বাবা নিজে আসেন না । সবকিছু তোমাদের বাচ্চাদের জন্য হয় । একদম সোজা কথা । মানুষরা তো সব নিজের জন্য করে তারপর বলে আমরা নিস্কাম কার্য্য করে থাকি । কিন্তু নিস্কাম কার্য্য তো কেউই করে না । প্রত্যেক জিনিষের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । আমি (শিববাবা) তো তোমাদের বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করি । তোমাদের জন্যই বৈকুন্ঠ এনেছি । বাচ্চাদের রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করি। তাই সেসব প্রাপ্ত করার জন্য যোগ্য পরিনত হতে হবে । স্বর্গের মালিক পরিনত হতে হবে । হাতের মুঠোয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয় । সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অথবা সেকেন্ডে বাদশাহী । দিব্য দৃষ্টি দাতা হন শিববাবা । সেকেন্ডে বৈকুন্ঠে নিয়ে যান । বাবার হাতে কোনো চাবি থাকে না । বাবা বলেন আমি তোমাদের বাচ্চাদের রাজত্ব দিয়ে থাকি । আমি রাজত্ব করি না । আবার যখন তুমি ভক্তিমার্গে যাবে তখন তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা মন ভুলিয়ে (বহলানা) রাখতে হবে । বাবা কত ভালোভাবে বোঝান । এরকম বাবা কল্পে কল্পে সঙ্গমযুগে একই বার আসেন । সবকিছু পূর্বরচিত নাটকই (ড্রামা) আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে , যা কিছু হচ্ছে , সব ড্রামায় স্থায়ী বা ফিক্সড আছে । সেইসব সাক্ষী হয়ে দেখো । বাবা অনেক ভালো ভাবে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা আমি তোমাদের হলাম ইনশিওরেন্স ম্যাগনেট । তোমাদের এক পয়সাও হারাই না । কৌড়ী থেকে তোমাকে হীরেতুল্য পরিনত করি । এই সবই শিববাবা এদের দ্বারা করেন । তিনি হন করনকরাবনহার । তিনি হলেন নিরাকার , নিরংহকারী । গডফাদার কেমন করে বসে পড়াচ্ছেন । এমন কখনোই বলেন না যে চরনে মাথা নত করো । বাবা হলেন ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট । বাবা বলেন যে যাদের মালিক পরিনত

করি , তারা সুখ ভোগ করে এখন দুঃখী হয়েছে । সুখও অনেক প্রাপ্ত করে । এতো সুখ কোনো ধর্মে প্রাপ্ত হয় না । এরকম বলা যাবে না যে ভারতবাসীরাই কেন , অন্যরা কি ভুল করেছে ? আরে !, এতো ঢের মনুষ্য আছে , সকলে তো আসতে পারে না । এই ড্রামা হলো পূর্ব রচিত । ভারতেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল । ভগবান এসে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন । বাবা বলেন আমি আবার এসেছি । তুমিও জানো চুরাশী জন্মের পার্ট প্লে করে এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা । এমনিতেও এটা অনেক পুরোনো চোলা (শরীর রূপী বস্ত্র) হয়ে গেছে । (সাপের খোলোসের মতন) । কিন্তু ব্রহ্মতে লীন কেউই হয় না । তাদের মধ্যেও অনেকে অনেক তীক্ষ্ণ হয়। শান্তিতে বসে শরীর ত্যাগ করে চলে যায় । তখন তাদের বায়ুমন্ডলে দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত নিস্তব্ধতা হয়ে যায় । তো তুমি জানো যে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে বাবার নিকটে যাওয়া হয় । ব্রহ্ম তো বাবা নয় । এইসব সেই বাচ্চাদের ভ্রম হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার:-

১. এই নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে , কারণ পূর্ব রচিত নাটকই আবার রূপায়িত হচ্ছে । কখনোও কোনো কথায় সংশয় উৎপন্ন কোরো না ।

২. বাবা হলেন ইনশিওরেন্স ম্যাগনেট , এই কারণে তন মন ধন বাবার সার্ভিসে সফল করে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করতে হবে । বাবার সাথে পুরো পুরো সম্বন্ধ (কানেক্শন) রাখতে হবে । বাবাকে পুরো খবর দিতে হবে ।

বরদান:- মাষ্টার অলমাইটী অথরিটির সীটে সেট হয়ে সহজ আর সদাকালের কর্মযোগী ভব (হও)!

যেমন কোনো মেশিনকে সেট করা হয় , তো একবার সেট করার পর সেই মেশিন অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে , সেইরকম এই রীতি দ্বারা মাষ্টর অলমাইটী অথরিটির স্টেজে স্বয়ংকে একবার সেট করে দাও তো কখনোও দুর্বলতার শব্দ বেরোবে না । প্রতি সঙ্কল্প , প্রতি শব্দ বা কর্ম সেই সেটিংস অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি চলতে থাকবে । এই সেটিংসই সহজ আর সর্বদা কর্মযোগী , নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে থাকার জন্য সহজযোগী পরিণত করে দেবে ।

স্লোগান --: 'আমি'র পরিবর্তে বাবা বাবা বলা...এটাই হল স্মরণের প্রমাণ ।